সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৭০
WEEKLY BOOKLET:270

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট
গাউছে পাকের
ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

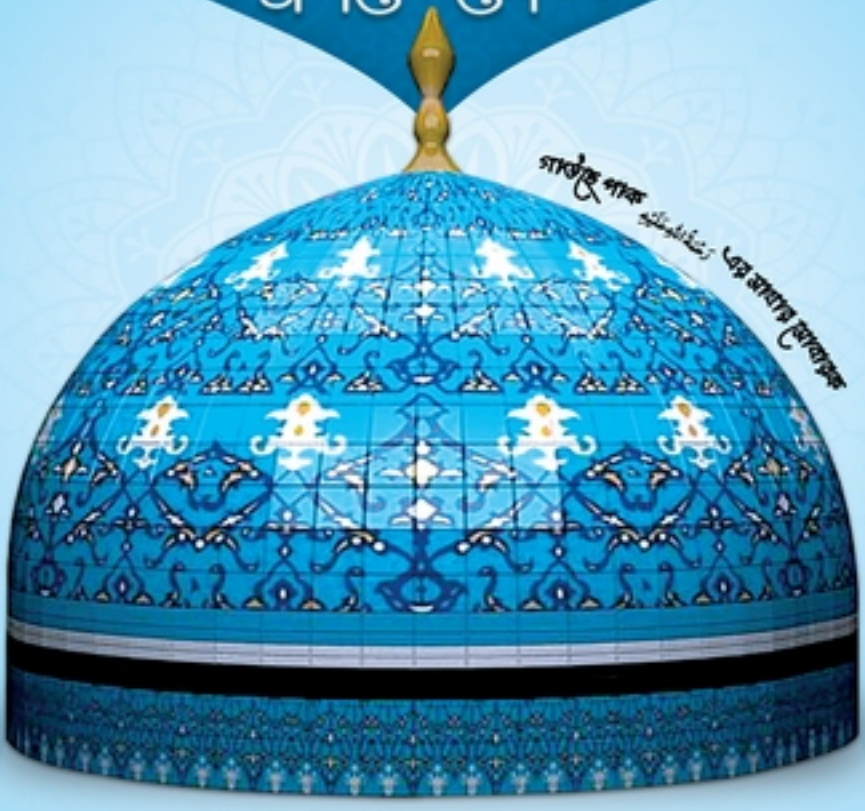

গাউছে পাক এর মাজার মোবারক

গাউছে পাকের সম্মানিত পিতার মর্যাদা ০৯
"আউলিয়াদের কাঁধে কদম" এর উদ্দেশ্য ১১
গাউছে পাকের পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ১৩
ঘরে গাউছে পাকের ছবি লাগানো কেমন? ১৮

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه
এর নিকট জিজ্ঞাসিত প্রশ্নবলী ও তার উত্তর সম্বলিত

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট গাউছে পাকের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

জানশীনে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়াঃ হে আল্লাহ পাক যে কেউ এই পুস্তিকা **"আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট গাউছে পাকের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে গাউছে পাকের পদাঙ্ক অনুসরন করাও, নেককার বানাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে আমি তার জন্য সুপারিশ করবো। (আল কুউলুল বদী, ১১৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্নঃ হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর পবিত্র জন্ম কখন হয়?

উত্তরঃ আমার মুর্শিদ হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه রমযানুল মোবারকের প্রথম তারিখ সোমবার সুবহে সাদিকের সময় পৃথিবীতে শুভাগমন করেন। ঐ সময় তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর ঠোঁট আস্তে আস্তে নড়ছিল এবং মুখে আল্লাহ

www.dawateislami.net

আল্লাহ অব্যাহত ছিল। (আল হাকায়িকু ফিল হাকায়িক, ১৩৯ পৃষ্ঠা) তাঁর জন্ম যেহেতু পবিত্র রমযান মাসে হয়েছিল এই জন্য তিনি প্রথম দিনেই রোযা রেখেছিলেন। তিনি সাহারী থেকে শুরু করে ইফতার পর্যন্ত অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিজের আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর দুধ পান করেন নি। সুতরাং গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বলেন: যখন আমার সন্তান আব্দুল কাদের জন্ম গ্রহণ করেন তাই পবিত্র রমযানে সারা দিন দুধ পান করে নি। (বাহজাতুল আসরার, ১৭২ পৃষ্ঠা) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪২৬)

গাউছে আযম মুত্তাকী হার আন মে,
ছোঁড়া মা কা দুধা বি রমযান মে,

প্রশ্ন: শুনেছি গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন সম্মানিত আম্মাজানের পেটে থেকেই আম্মাজানের হাঁচির উত্তর দিতেন?

উত্তর: জ্বি হ্যাঁ- আমার গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন তাঁর আম্মার পেটে ছিল তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আম্মাজানের যখন হাঁচি আসতো এবং তিনি اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললে তখন তিনি আম্মাজানের পেটের মধ্যে উত্তরে يَرْحَمُكِ الله বলতেন। (আল হাকায়িকু ফিল হাকায়িক, ১৩৯ পৃষ্ঠা) বর্তমানে তো বড়রাও يَرْحَمُكَ الله বলতে পারে না, হাঁচির উত্তরে মহিলাদের জন্য يَرْحَمُكِ الله এবং পুরুষের জন্য يَرْحَمُكَ الله বলতে হয়। আমার মুর্শিদ গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মায়ের পেটে থাকাবস্থায়ও মাসআলা সমূহ জানতেন কেননা তিনি জন্মগত ভাবেই ওলী ছিলেন। আমাদের অবস্থা এমন যে, আমাদের হাঁচি আসার পর কি করতে হয় এবং হাঁচির উত্তর শুনে কি করতে হয় কিছুই জানা নেই আর আমাদের অধিকাংশ হাঁচির দেয়ার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে না অথচ এটা সুন্নাত

www.dawateislami.net

বরং হাঁচি দেয়ার পর আল্লাহ পাকের প্রশংসা করা অর্থাৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলাকে তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে তাহতাভীর উদ্ধৃতি দিয়ে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা লিখা হয়েছে। (তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, পারা ১, সূরা ফাতাহ, ১ নং আয়াতের পাদটীকা, ৩ পৃষ্ঠা) অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, অতিপয় লোক এমন রয়েছে যারা হাঁচি দেয়ার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বলার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে থাকে যদি তাদের বারবার বলাও হয় তবুও তারা اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলবে না। হাঁচির উত্তর দেয়ার সময় এতো উচ্চ আওয়াজে বলবে যেন হাঁচি দাতার শুনাটা ওয়াজিব। যদি কেউ উত্তর না দেয় তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। (রদ্দুল মুখতার, ৯/৬৮৩) কিন্তু লোকজন উত্তর দেয় না আর না তাদের এই ব্যাপারে জানা আছে। আমার মুর্শিদ গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মায়ের পেটের মধ্যে থেকেও হাঁচির উত্তর সর্ম্পকে জানেন অথচ তাঁর উপর উত্তর দেয়া ওয়াজিব ছিলো না, আর অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর ওয়াজিব হয় না, অপ্রাপ্ত বয়স্ক কি, গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তো এখনো মায়ের পেটের মধ্যেই আছেন, এটি গাউছে পাকের কারামত ছিল আর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এটাই জানান দিচ্ছিছিলো যে, আগমনকারী কোন সাধারণ মানুষ নয় বরং ওলীদের সর্দার, এতদাসত্ত্বে যখন হাঁচি আসে তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা চাই আর যে মুসলমান اَلْحَمْدُ لِلّٰه শুনবে তখন তাতে يَرْحَمُكَ اللهُ বলা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪২৪-৪২৫)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা উত্তম দোয়া

প্রশংসা বর্ণনা করার জন্য اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা খুবই উত্তম আর এই ব্যাপারে হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছেঃ اَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰه অর্থাৎ উত্তম দোয়া হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা। (তিরমিযী, ৫/২৪৮, হাদীস ৩৩৯৪) উত্তম হচ্ছে এটা, হাঁচি

www.dawateislami.net

দাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن বা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলবে এবং শ্রবণকারীর উপর ওয়াজিব হলো যে, দ্রুত يَرْحَمُكَ الله অর্থাৎ আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুক" বলা। আর এটি এতো উচ্চ আওয়াজে বলবে যেন হাঁচি দাতা শুনে, শুধু অন্তরে يَرْحَمُكَ الله বলা যথেষ্ট নয়। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৮৩-৬৮৪) উত্তর শুনে হাঁচি দাতা يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুক, বা يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তোমাদের হিদায়াত দিক ও তোমাদের পরিশুদ্ধ করুক। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৩২৬) আর এটি বলা তার জন্য মুস্তাহাব অর্থাৎ সাওয়াবের কাজ। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৩২০ পৃষ্ঠা) যদি না বলে তাহলে গুনাহগার হবে না। যদি ঐ দোয়া দুটি থেকে কোন একটি দোয়া বলে তাহলে মুস্তাহাব আদায় হয়ে যাবে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪২৫)

প্রশ্ন: গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর (ছোট বেলার) কোন ঘটনা শুনিয়ে দিন।

উত্তর: হুযুর গাউছে আযম সৈয়্যদ শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যখন আমি ছোট ছিলাম তখন হজ্জের দিনের মধ্যে আমাকে জঙ্গলে যেতে হচ্ছিলো, ঐখান থেকে একটি ষাঁড় আমার পিছনে পিছনে চলতে লাগলো যেভাবে বাচ্চারা সাধারণত করে থাকে। ঐ ষাঁড় আমার দিকে দেখে বললো: হে আব্দুল কাদের! তোমাকে এই ধরনের কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমি ভয়ে পুনরায় ঘরে চলে আসলাম আর আম্মাজানকে আরয করলাম: আম্মাজান! আপনি আমাকে সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বাগদাদ যেতে দিন যাতে আমি ঐখানে গিয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করবো এবং নেককার বান্দাদের দেখতে পারবো। আম্মাজান আমার কাছ থেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি ষাঁড়ের সম্পূর্ণ ঘটনা শুনিয়ে দিই।

www.dawateislami.net

এটা শুনে আম্মাজানের চোখ থেকে অশ্রু ঝড়তে লাগলো আর আমার আব্বাজানের সম্পদ থেকে যা আমার অংশ ছিল তা আমার নিকট উপস্থাপন করা হলো অর্থাৎ ৮০ টি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল, আমি তা থেকে ৪০ টি স্বর্ণ মুদ্রা নিলাম আর বাকী ৪০ টি আমার ভাইয়ের জন্য রেখে দিলাম। আম্মাজান এই স্বর্ণ মুদ্রা গুলো আমার জামার আস্তিনের সাথে সেলাই করে দিলেন আর বাগদাদ যাওয়ার অনুমতি দেয়ার সময় আমাকে সবসময় সত্য বলার উপদেশ দিলেন এবং বললেন: বৎস! আমি তোমাকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের থেকে দূরে রাখছি, আর আমার তোমার চেহারা কিয়ামতের দিন দেখা নসীব হবে।

(বাহজাতুল আসরার, ১৬৭-১৬৮ পৃষ্ঠা)

এই ঘটনা থেকে জানা গেলো আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছোট বেলা থেকেই ইলমে দ্বীন অর্জন করার স্পৃহা হয়ে গিয়েছিল, এই কারণে ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য নিজের আম্মাজানের কাছ থেকে অনুমতি নিল এবং আম্মাজানও সারা জীবনের জন্য আল্লাহ পাকের রাস্তায় সফর করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এটা এমন একটা সত্য ঘটনা যার মধ্যে প্রত্যেক মা ও প্রত্যেক বাচ্চার জন্য উত্তম শিক্ষা রয়েছে। আমাদেরও ইলমে দ্বীন অর্জন করা চাই। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/২৮৩ -২৮৪)

প্রশ্ন: পীরানে পীর, হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অবয়ব কেমন ছিল?

উত্তর: বাহজাতুল আসরার শরীফে উল্লেখ রয়েছে হযরত শায়খ আবু আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন কুদামা মাকদিসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন আমাদের ইমাম শায়খুল ইসলাম মহিউদ্দীন সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

যাহেরী ভাবে শারীরিক দূর্বল, মাঝারি উচ্চতা, প্রশস্ত বক্ষ, ঘন দাঁড়ি, উঁচু ঘাড়, বাদামী রঙ, কুঁচকে যাওয়া ভ্রু, কালো চোখ, উচ্চ আওয়াজ এবং অনেক বড় আলিম ও মুফতি ছিলেন। (বাহজাতুল আসরার, ১৭৪ পৃষ্ঠা) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৮/১৮০)

প্রশ্নঃ হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আরবী ছিলেন নাকি আযমী? (হিন্দ থেকে প্রশ্ন)

উত্তরঃ হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আযমী (অনারবী) ছিলেন। (বাহজাতুল আসরার, ৫৮) মনে রাখবেন! যে আরবী নয় তাকে আযমী অনারবী বলা হয়ে থাকে, যেমনিভাবে আমরা অনারবী। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪৯০)

প্রশ্নঃ এই পংক্তির উদ্দেশ্য কি?

ওয়াহা কিয়া মরতবা এ্যায় গাউছে হে বালা তেরা,
উঁচে উঁচু কে সরো সে কদমা আলা তেরা।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৯ পৃষ্ঠা)

উত্তরঃ **ওয়াহা কিয়া মরতবা এ্যায় গাউছে হে বালা তেরা** অর্থাৎ হে আমার মুর্শিদ! হে আমার গাউছে পাক! আপনারও কেমন শান! কেমন সম্মান! কেমন মর্যাদা! আপনার মর্যাদা অনেক উর্ধে, **উঁচে উঁচু কে সরো সে কদমা আলা তেরা** অর্থাৎ হে আমার গাউছে পাক! আপনার মাথা মুবারক নয় বরং কদম মুবারক উঁচু থেকে সুউচ্চ, এখানে উঁচে উঁচু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان উদ্দেশ নয়। আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর মধ্যে গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অনেক বড় সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪২৩)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ কাদেরী দ্বারা উদ্দেশ কি?

উত্তরঃ সরকার গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম আব্দুল কাদের, তবে যে ব্যক্তি এই সিলসিলায় মুরিদ হবে তাকে তাঁর নামের নিসবতে কাদেরী বলা যাবে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৫২৫)

প্রশ্নঃ গাউছে পাকের মুরিদ হওয়া কি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তরঃ ওয়াসিলা (সাহায্য) অন্বেষণ করা কুরআনে পাক দ্বারা প্রমাণিত যেমন ৬ পারা সূরা মায়েদা আয়াত নং ৩৫ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ পাককে ভয় করো এবং তারই দিকে মাধ্যম তালাশ করো। (পারাঃ ৬, সূরাঃ মায়েদা, আয়াতঃ ৩৫) এই আয়াতের মোবারাকাকে ওলামায়ে কেরাম কাউকে পীর বানানোর দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। স্পষ্ট যে আল্লাহ বা নবী পীর হয় না বরং যাকে আমরা পীর বানাই তিনি আমাদেরকে আল্লাহ পাকের দরবার পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হয়ে থাকে, সুতরাং এই অর্থগুলো কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও বিভিন্ন সময়ে বায়আত গ্রহণ করিয়েছেন, যেমন বায়আতে রিদওয়ান অনেক প্রসিদ্ধ বায়আত, যার সামান্য জ্ঞান আছে সেও বায়আতে রিদওয়ান সম্পর্কে জানে। এভাবে অনেক সময় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো কাছ থেকে এই বিষয়ের উপর বায়আত গ্রহণ করিয়েছেন যে সে কারো কাছ থেকে প্রশ্ন করবে না। (যে সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর কাছ থেকে প্রশ্ন না করার বিষয়ে বায়আত গ্রহণ করিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন হলো হযরত আউফ বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ'ও) (আবু দাউদ ২/১৬৯, হাদীস ১৬৪২) আর কাউকে এই বিষয়ে বায়আত

www.dawateislami.net

করিয়েছেন যে সে দুনিয়া থেকে দূরে থাকবে, এভাবে বায়আত বিষয়ে হাদীসে পাকেও বর্ণিত রয়েছে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪২৯)

বায়আতের পদ্ধতি পূর্ববর্তী যুগ থেকে চলে আসছে

বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ হতে বায়আতের পদ্ধতি ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছে, এমন কি আমাদের পীর ও মুর্শিদ গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন, তাঁর এমন বুযুর্গকে হয়তঃ অস্বীকার করতে পারবে না কিন্তু তাঁরও পীর সাহেব রয়েছে, যার নাম হযরত শায়খ আবু সাঈদ মোবারক মখযুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (তাযকেরায়ে মাশায়েখে কাদেরীয়া, ৯৬ পৃষ্ঠা) গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনেক খলিফা ছিল, যাদের মধ্যে হযরত শায়খ আলী বিন হায়তামী সর্ব প্রথম খলিফা ছিল, তিনি ছাড়াও গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো অনেক খলিফা ছিল, তারপর এই খলিফাদেরও পরবর্তীতে খলিফা ছিল তাই এভাবে আজ পর্যন্ত কাদেরীয়া সিলসিলা চলে আসছে। গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পূর্বে গেলে তখন শায়খ আবু সাঈদ মোবারক মাখযুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পীর ছিলেন, এর পূর্বে তাঁরও পীর সাহেব ছিলেন, এমনকি প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদের পীর গণের মধ্যে রয়েছে, এভাবে হযরত মারূফ করখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং হযরত সিররি সাকতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও আমাদের পীর গণের মধ্যে রয়েছে, আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাশায়েকগণ হতে এভাবে সিলসিলা চলতে চলতে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পর্যন্ত পৌঁছে আর তাঁর পীর ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এরপর তাঁর সম্মানিত পিতা মাওলা মুশকিল কোশা হযরত আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর পীর অতঃপর মাওলা মুশকিল কোশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

এর খলিফা ছিলেন, তবে এই সিলসিলার যোগ সূত্র পূর্ব থেকে সংযুক্ত হয়ে ছিল, বুযুর্গগণ এটাকে অস্বীকার করেন নি, এখনও সংখ্যা গরিষ্ট উম্মত বরং অধিকাংশ এই জিনিসকে মেনে চলে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪২৯-৪৩০)

প্রশ্নঃ গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতাকে জঙ্গী দোস্ত বলা হয় কেন? (রুকনে শূরার প্রশ্ন)

উত্তরঃ গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিলেন, গুনাহ দেখলে সহ্য হতো না, মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "গাউছে পাক কে হালাত" ১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে হযরত আবু সালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপাধি "জঙ্গী দোস্ত" এই জন্য বলা হয় যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের নফসকে কষ্ট দিতেন এবং অধিক পরিমাণে ইবাদতকারী ও রিয়াযতকারী ছিলেন। সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এসব বিষয়ে নিজের প্রাণের ভয়ও করতো না, একদিন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জামে মসজিদে ঝাড়ু দিচ্ছিলেন, খিলাফতের সময় কয়েকজন কর্মচারী মদের বোতল (মটকা) সাবধানতার সাথে মাথায় তুলছিল, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন তাদেরকে দেখলেন তখন রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং তাদের বোতল গুলো ভেঙ্গে ফেললেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র প্রভাব ও ব্যক্তিত্বের সামনে কোন অপরাধীর সাহস হয় না অর্থাৎ তারা কিছু বলার পরিবর্তে চুপচাপ চলে গেলো। তারপর তারা খলিফাকে (অর্থাৎ ঐ সময়ের বাদশাহকে) এই ঘটনা বর্ণনা করলো এবং খলিফার নিকট

www.dawateislami.net

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো, তখন খলিফা বললো সৈয়্যদ মূসা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দ্রুত আমার দরবারে উপস্থিত করো, সুতরাং হযরত সৈয়্যদ মূসা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরবারে তাশরীফ আনলেন, খলিফা ঐ সময় রাগান্বিত হয়ে চেয়ারে বসা ছিল, খলিফা উচ্চস্বরে বললো: আপনি কে হন যে, আমার কর্মচারীর কষ্টকে নষ্ট করে দিয়েছেন? হযরত সৈয়্যদ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি তত্ত্বাবধায়ক/ খলিফা (অর্থাৎ শরীয়তের বিপরীত কাজে বাধা প্রদানকারী) এবং আমি আমার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছি, খলিফা বললো: আপনি কার নির্দেশে খলিফা নিযুক্ত হয়েছেন? হযরত সৈয়্যদ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন: যার নির্দেশে তুমি রাজত্ব করছো, অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাকে খলিফা নিযুক্ত করেছেন যে, আমি তোমাদের জাবাবদিহিতা করবো এবং তোমাদের অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র এই বর্ণনায় খলিফার মধ্যে এমন ভাবাবেক তৈরি হলো যে, হাঁটুতে মাথা রেখে বসে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বিনম্র ভাবে বললো: হুযুর! اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং গুনাহের কাজে বাধা দেয়া ছাড়া বোতল ভেঙ্গে ফেলার হিকমত কি? বললেন: তোমাদের অবস্থার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্বক তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কষ্ট ও অপমান থেকে বাঁচানোর জন্য করেছি তাঁর এমন হিকমত পূর্ণ কথা খলিফার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করলো এবং প্রভাবিত হয়ে আরয করলো: হুযুর আপনি আমার পক্ষ থেকেও খলিফার আসনে সমাসীন অর্থাৎ আমিও আপনাকে প্রতিনিধি বানাচ্ছি, হযরত গাউছে পাকের পিতা ছিলেন বলে তিনি আস্থাভাজন স্বরে বললেন: যখন আমি

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়েছি তাহলে এরপর আমাকে সৃষ্টির পক্ষ থেকে নিযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন কি!! এই দিনের পর থেকে তিনি জঙ্গে দোস্ত" উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। (সিরাতে গাউছুছ সাকালাঈন ৫২) আল্লাহ পাক তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/ ৪৫৮ -৪৬০)

প্রশ্ন: মাদানী চ্যানেলে একটি স্লোগান দেয়া হয়: দম দমাদম দস্তগীর" এর উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: দম অর্থ শ্বাস, তাই এর উদ্দেশ্য হলো শ্বাস প্রশ্বাসে আমার গাউছে পাক আছেন অর্থাৎ আমি প্রতিটি নিঃশ্বাসে গাউছে পাককে স্মরন করছি, দম এর এক উদ্দেশ্য সময়ও বুঝায়, তবে এর উদ্দেশ্য হবে সবসময় গাউছে পাককে স্মরন করছি। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৫১৭)

প্রশ্ন: গাউছে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী হচ্ছে: আমার কদম সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামের উপর" এর উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: বাগদাদ শরীফের মধ্যে যখন বারসার মিম্বরে এই ঘটনাটি ঘটে এবং মুর্শিদে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: قَدَمِیْ هٰذِهٖ عَلٰی رَقَبَةِ كُلِّ وَلِیِّ اللهِ অর্থাৎ আমার কদম প্রত্যেক ওলীর কাঁধের উপর। তখন সর্বপ্রথম হযরত শায়খ আলী বিন হায়তী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সর্ব প্রথম খলিফা ছিলেন। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৪০২) তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর কদম নিজের কাঁধে নিয়ে নিলেন। (বাহজাতুল আসরার, ৩২ পৃষ্ঠা) এভাবে যে সময় এই ঘটনা ঘটে ঐসময় হুযুর খাজা গরীবে

www.dawateislami.net

নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খোরাসানের পাহাড়ের উপর ইবাদতের জন্য উপস্থিত ছিল, তিনি যখন গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ঘোষণা শুনলেন তখন আরয করলেনঃ (আপনার কদম শুধু আমার কাঁধে নয়) বরং আমার মাথার উপর এবং আমার চোখের উপর। (তাফরীহুল খাতির ৭৩) কিছু বছর পূর্বে টেলিফোনের মাধ্যমে বয়ান Relay প্রচার হতো, বর্তমান যুগে Telecast অর্থাৎ টিভির মাধ্যমে সম্প্রচারণ হচ্ছে, অথচ আমার মুর্শিদ হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বর্ণনা রূহানী Connection সম্পর্কের মাধ্যমে সম্প্রচার Relay হচ্ছে, না কোন বৈদ্যুতিক তার ছিল, না বৈদ্যুতিক কোন যন্ত্রপাতি ছিল। কতিপয় আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ আপন আপন দরবারে বসে লোকদেরকে একত্রিত করে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বাণী শুনিয়ে ছিলেন। গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপাদমস্তক কারামতে পূর্ণ ছিল, তাঁর এতো কারামত যে, অন্য কোন ওলীর এতো কারামত পাওয়া যায় না। গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মজলিস এবং তাকরীর সাড়া জাগাতো যার দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

জিসে শক হো ওহ হিযর সে পুঁশ দেখে
তেরী মজলিসো কা সামা গাউছে আযম।

(কাবালায়ে বখশিশ, ১৮২ পৃষ্ঠা)

যাইহোক! গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কদম আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যাহেরী ভাবে নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন আর বাতেনী ভাবেও নিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ 'র কাঁধে তাঁর কদম। (মিরাতুল মানাজিহ ৮/২৬৮)

সরো পর জিসে লেতে হে তাজে ওয়ালে,
তোমহারা কদম হে ওহ ইয়া গাউছে আযম।

(যওকে নাত, ১৮৩ পৃষ্ঠা) (মলফুযাতে আমীরে সুন্নাত, ৪/৩৪৭-৩৪৮)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ গাউছে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র গরীবদের মুহাব্বতের বিষয়ে কোন ঘটনা শুনিয়ে দিন।

উত্তরঃ আমার মুর্শিদে পাক, শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউছে আযম দস্তগীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হজ্জের সময় একটি বস্তিতে যাত্রা বিরতী দিলেন এবং বড়ই আশ্চর্য ও বিস্ময়কর নির্দেশ দিলেন যে, সারা বস্তির মধ্যে সবচেয়ে গরীব ঘর কোনটি অনুসন্ধান করো! যখন অনুসন্ধান করে বের করা হলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ গরীব পরিবারের কাছে তার ঘরে থাকার অনুমতি চাইলো, ঐ গরীব পরিবারের ভাগ্য জাগ্রত হয়ে উঠলো এবং তারা অনুমতি দিয়ে দিলো, বস্তির বড় বড় ও সম্পদশালী লোকেরা দামী দামী উপহার যেমন, গাভী ছাগল শস্য এবং স্বর্ণ রৌপা ইত্যাদি এক খাদ্য ভান্ডার উপহার স্বরূপ গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র দরবারে উপস্থাপন করা হলো এবং আপন ঘরে তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধও করলো, কিন্তু গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই গরীব পরিবারের ঘর ছেড়ে কোথাও যাবেন না বলেছেন, শুধু এতোটুকু নয়, ঐসকল উপহার সামগ্র এই গরীব পরিবারকে দান করে দিলেন আর সাহারীর সময় ঐখান থেকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। এভাবেই আমার মুর্শিদ গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র রাতে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করার দ্বারা ঐ গরীব পরিবার ধনী হয়ে গেলো।

(আখবারুল আখইয়ার, ১৮ পৃষ্ঠা)

এই ঘটনা থেকে এ মাদানী ফুল লাভ হলো যে, আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গরীবদের অনেক ভালোবাসতেন, এজন্য আমাদের উচিত যে, আমরাও গরীবদের মুহাব্বাত করবো, তাদের তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকবে, আমাদের ঘরে দাওয়াত হলে তখন প্রথমে গরীবের সামনে খাবার উপস্থাপন করবো এবং তাদেরকে সম্মানের জায়গায় রাখবো,

www.dawateislami.net

আমাদের এখানে গরীবদের খাবারের ধরন ভিন্ন হয়ে থাকে, এই দূর্ভাগাদের কেউ লিফট দেয় না, অথচ যদি কোন সম্পদশালী ধনী মহাজন হলে তখন তার প্রতি খুব খেয়াল রাখা হয়। অথচ ধনী ব্যক্তিরা এক ওয়াক্ত নামাযও আদায় করে না, জুমার নামাযও মিস হয়ে যায়, আর গরীবরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী হয়ে থাকে এবং তাদের কপালে নামাযের চিহ্নও আলোকিত হয়ে থাকে, কিন্তু এদেরকে কেউ গ্রহণ করে না, যদি আমরা কোন গরীবের সাথে এমন করি আর ঐ গরীবকে কিয়ামতের দিন এমন কোন মর্যাদা লাভ হয় তাহলে আমরা কি করবো!! আমাদের সবার গরীবের প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

(মলফুজাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৩৬৮)

কভি তো গরীবো কে ঘর কোয়ী ফিরা!
হামারী বি কিসমত জাগা গাউছে আযম।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৫২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: গাউছে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কোন কারামত শুনিয়ে দিন।

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র দুটি খেঁজুরের গাছ ছিল, কিন্তু চার বছর ধরে তাতে ফল আসছিলো না, একবার শাহানশাহে বাগদাদ হুযুর গাউছে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐখানে তাশরীফ আনলেন এবং ঐ দুটি গাছের একটির নিচে ওযু করলেন আর অপর গাছের নিচে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন, যার বরকত দেখতে দেখতেই উভয় গাছ সবুজ হয়ে গেলো এবং ঐ সাপ্তাহের মধ্যে তাতে ফলও বের হয়ে গেলো, অথচ এটি সময় ফল আসার মৌসুম ছিলো না, ঐ গাছ দুটির কিছু খেঁজুর আমার মুর্শিদ গাউছে পাক হযরত শায়খ

www.dawateislami.net

আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র খেদমতে উপস্থাপন করা হলো, তিনি আহার করার পর দোয়া করলেন তখন হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র জমি, গম পয়সা ও পশুতে বরকতে পূর্ণ হয়ে গেলো। (বাহজাতুল আসরার, ৯১) এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের দোয়ায় বরকত হয় ও নেককার বান্দা মানুষের সমস্যার সমাধান করে থাকে। এটাও মনে রাখবেন আমাদের আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের দিয়ে শুধু দুনিয়ার কল্যাণের দোয়া না করানো চাই বরং দুনিয়ার কল্যাণের সাথে সাথে আখিরাতের কল্যাণ, মন্দ মৃত্যু থেকে হিফাযত এবং জান্নাতে বিনা হিসাবে প্রবেশের দোয়াও করানো চাই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কুরআনে করীমে অনেক সুন্দর দোয়াও শিখিয়েছেন যাতে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের কল্যাণ কামনার উল্লেখ রয়েছে, যেমনি ভাবে বর্ণিত রয়েছেঃ

رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

(পারাঃ ২, সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২০১) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দাও এবং আখিরাতের কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে দোযকের আযাব থেকে রক্ষা করো।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৪১০)

প্রশ্নঃ গাউছে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দৈনিক ১০০০ রাকাত নফল নামায আদায় করতেন, এটা কি তাঁর কারামতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে?

উত্তরঃ জ্বি হ্যাঁ! এজন্য সাধারণ মানুষ ১০০০ রাকাত নফল নামায আদায় করতে পারে না, রাত শেষ হয়ে যাবে, এটি কারামত। বুযুর্গানে দ্বীন

www.dawateislami.net

عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان 'র এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআনে করীম খতম দেয়া, এক পায়ে দাঁড়িয়ে কুরআনে করীম খতম দেয়া এবং দৈনিক ৩০ হাজারবার দরূদ শরীফ পাঠ করা এই সবই কারামত ছিলো। হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যখন ঘোড়ায় বসার জন্য আসতেন তখন এক রেকাব থেকে অপর রেকাবে পা রাখার সময়ের মধ্যে পূর্ণ কুরআন খতম দিতেন। (মিরকাতুল মাফাতিহ ৯/৭০৬ হাদীস ৫৭১৮) অথচ এটা এক সেকেন্ডের বিরতি হবে, এটা তাঁর কারামত ছিল, হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام সামান্য বিরতির মধ্যে "যাবুর শরীফ" সম্পূর্ণ খতম করতেন (বুখারী শরীফ ২/৪৪৭, হাদীস ৩৪১৭) অথচ কুরআনে করীমের বিপরীতে যাবুর শরীফের বিশালতা সম্ভবত কয়েকগুণ বড় ছিল। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৪৭৭) এটা তিনি عَلَيْهِ السَّلَام 'র মুজিযা ছিল।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/৩৩-৩৪)

প্রশ্নঃ ঐ ঘটনা বর্ণনা করুন যাতে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ধন সম্পদের থলে থেকে রক্ত বের হয়েছিল?

উত্তরঃ একবার এক খলিফা গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কাছে উপহার স্বরূপ আশরাফীর ১০টি থলে নিয়ে আসলো, তিনি বললেনঃ আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই" আর তিনি তা গ্রহণ করা থেকে বিরত রইলেন, সে খুব বিনয়ের সাথে বললো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি থলে ডান হাতে নিলেন এবং দ্বিতীয় তলেটি অপর হাতে নিলেন আর উভয় থলেকে হাত দিয়ে চাপ দিলেন তখন ঐ উভয় থলে রক্তে পূর্ণ হয়ে বের হতে লাগলো, তিনি বললেনঃ হে আবুল মুযাফফর! তুমি কি আল্লাহ পাককে ভয় করো না যে, মানুষের রক্ত নিয়ে আমার সামনে এসেছো!। সে তাঁর এই কথা শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলো।

(বাহজাতুল আসরার, ১২০ পৃষ্ঠা। মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১৭৬ অংশ, ৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ হুযুর গাউছে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র আরো কোন কারামত বলে দিন। (এই প্রশ্নটি বিভাগ থেকে করা হয়েছে)

উত্তরঃ একবার এমন কিছু লোক (যাদের চিন্তা ধারা আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর ব্যাপারে ভালো ছিলো না) দুটি ঝুড়ি নিয়ে আমাদের গাউছে আযম হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র খেদমতে উপস্থিত হলো আর জিজ্ঞাসা করলো: এই দুটির মধ্যে কি আছে? তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চেয়ার থেকে নেমে এসে একটি ঝুড়িতে নিজের পবিত্র হাত রেখে রাখলেন এবং বললেন: এতে অসুস্থ বাচ্চা রয়েছে। অতঃপর আপন সন্তান হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুর রাযযাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে এটা খোলার জন্য নির্দেশ দিলেন, যখন তিনি ঝুড়ি খোললেন তখন তাতে সত্যিই একটি অসুস্থ দেললো যে পঙ্গু ছিলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে ধরে বললেন: قُمۡ بِاِذۡنِ اللهِ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নির্দেশে দাঁড়াও" তখন সে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলো। অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অপর ঝুড়ির উপর হাত রেখে বললেন: এতে সুস্থ বাচ্চা রয়েছে, অতঃপর ঝুড়িকে খোলার নির্দেশ দিলেন, যখনই ঝুড়ি খোলা হলো তখন তাতে সত্যিই এক সুস্থ বাচ্চা বের হলো আর সে উঠে চলতে লাগলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র এই কারামত দেখে ঐ সকল লোকেরা নিজেদের চিন্তা ভাবনা থেকে তাওবা করে নিলো। (বাহজাতুল আসরার, ১২৪)

এই ঘটনা থেকে জানা গেলো: ✱ আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ 'র বড় মর্যাদা হলো এটাই ✱ আল্লাহ পাক তাঁদের এমন শক্তি দান করেন যে, তাঁরা ঝুড়িকে খোলা ব্যতীত এটা বলতে পারে যে, তার ভেতর কি রয়েছে? ✱ তিনি যখন চান আল্লাহ পাকের দয়ায় অসুস্থকে সুস্থ করে দেন

www.dawateislami.net

❋ ঐ ব্যক্তি খুবই মন্দ যে, আল্লাহ পাকের আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ 'র ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ করে থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন ভুল ধারণা থেকে বাঁচিয়ে রাখুক। اٰمِين بِجاهِ خاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রশ্ন: গাউছে পাকের ছবি কি ঘরে রাখতে পারবে?

উত্তর: লাগাতে পারবে না, গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র যে ছবির কথা বলা হচ্ছে তা কাল্পনিক ছবি, এতে দাঁড়িও ছোট দেখা যায়, যদি দাঁড়ি পূর্ণও দেখা যায় তবুও কারো ছবি ফ্রেম বানিয়ে ঘরে ঝুলিনো গুনাহ, নিজের পিতা মাতা বা নিজের পীর সাহেবের ছবিও লাগাতে পারবে না। কতিপয় লোক পশুর ছবি যেমন গাধা, ঘোড়া, ইত্যাদির ছবি শোপিসে সাজিয়ে রাখে, এটাও রাখতে পারবে না, ঘরের মধ্যে প্রাণীর ছবি ঝুলানোর দ্বারা রহমতের ফেরেস্তা আসে না। (বুখারী ২/৩৮৫, হাদীস: ৩২২৫) এতদাসত্ত্বে সবুজ গম্বুজ বা কাবা শরীফের ছবি লাগাতে পারবেন, এমনকি টিভিতে যে ছবি দেখা যায় তাকে ডিজিটাল ছবি বলা হয়, এটি হলো রশ্মি যা প্রদর্শিত হয় এবং তা অদৃশ্য হয়ে যায়। এটা ঐ ছবি নয় (যা নিষিদ্ধ) এভাবে আয়নায় যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায় তাও ছবির হুকুমে পড়ে না।

(T.V আওর মুভি, ২৪ পৃষ্ঠা) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১৫৭ অংশ, ৭ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: গাউছে পাকের বান্দা" বলা কেমন? অথচ বান্দা আল্লাহ পাকের হয়ে থাকে।

উত্তর: কোন সমস্যা নেই! বান্দার কয়েকটি অর্থ রয়েছে, যেমন খাদেম, গোলাম, (আদমী) মানুষ। এমনকি পাঞ্জাবেও মানুষকে (আদমীকে) বান্দা বলা হয়, কিন্তু অভিযোগ শুধু গাউছে পাকের বান্দা" বলাতেই কেন? (এ সময় মুফতি সাহেব বলেন:) মুস্তাদরাক লিল হাকেমের উদ্ধৃতি দিয়ে আলা

হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাক অনুরূপ বর্ণনা করেন যে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যাহেরী হায়াতে তাঁর খাদেম ও বান্দা ছিলাম। (মুস্তাদরাক হাকেম, ১/৩৩২, হাদীস ৪৪৩। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৬৬৭) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩য় অংশ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: ইয়া সায়্যিদি! এই পংক্তির ব্যাখ্যা বলে দিন।

তেরী সরকার মে লাতা হে রযা উস কো শাফী,
জো মেরা গাউছ হে আউর লাডলা বিটা তেরা।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৮ পৃষ্ঠা)

উত্তর: এই পংক্তির মধ্যে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি আপনার দরবারে ঐ সত্ত্বা (অর্থাৎ শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সুপারিশ ও সাহায্যে আবেদন উপস্থাপন করছি যিনি তো আমার গাউছ অর্থাৎ প্রার্থনা শ্রবণকারী, দয়াবান ও সহানুভূতিশীল, কিন্তু আপনার বৎস (সন্তান), আপনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার সন্তানের সদকায় আমার ভাগ্য সুপ্রশন্ন করে দিন। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/২৬২)

প্রশ্ন: হুযুর গাউছে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ওরস মোবারক কোন তারিখ উদযাপিত হয়?

উত্তর: সৈয়্যিদি মুর্শিদি হুযুর গাউছে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ওফাত বার্ষিকি ১১ই রবিউল আখির হয়েছিল, (তাফরিহুল খাতির ১৫৪) এই জন্য এই তারিখে তাঁর ওফাত দিবস উদযাপন করা হয় এবং ইসালে সাওয়াবের ব্যবস্থা করা হয়। আমরা এই ১১ দিন মাদানী মুযাকারার ব্যবস্থা করে থাকি যার দ্বারা নেকীর দাওয়াত পৌঁছে যাচ্ছে এবং

www.dawateislami.net

ইলমে দ্বীন অর্জিত হচ্ছে, اِنْ شَآءَ الله কিছু লোক নেকীর পথে চলে আসবে এবং গুনাহ থেকে তাওবা করে নামাযী হয়ে উঠবে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৩০৬)

জিলানী ব্যবস্থাপত্রঃ রবিউল গাউছের ১১ তারিখ রাতে ৩টি খেঁজুর নিয়ে একবার সূরা ফাতিহা একবার সূরা ইখলাস, তারপর ১১ বারঃ يَاشَيْخ عَبدَ القَادِر جِيلانی شَيْئًا لِلّٰهِ اَلْمَدَد (আগে পরে একবার দরূদ শরীফ) পড়ে একটি খেঁজুরের উপর দম করুন। এরপর একই ভাবে ২য় ও ৩য় খেঁজুরের উপরও পড়ে দম করুন। এই খেঁজুর গুলো ঐ রাতেই খেতে হবে জরুরী নয়। যেটা যখন যে দিন ইচ্ছা খেতে পারবেন। اِنْ شَآءَ الله পেটের সমস্ত রোগের জন্য উপকারী। (জ্বিনদের বাদশাহ, ২০ পৃষ্ঠা)

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net